সূরা আয্ যারিয়াত-৫১
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

★[এই সূরাটি প্রথম দিককার মক্কী সূরাগুলোর একটি। 'বিস্‌মিল্লাহ্'সহ এতে ৬১টি আয়াত রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরায় জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেসব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এ সূরার প্রারম্ভেই এত নিশ্চিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেন কুরআনের সম্বোধনকারীরা নিজেদের মাঝে আলাপআলোচনা করছে।

এ সূরায় ভবিষ্যৎ যুগে সংঘটিতব্য যুদ্ধবিগ্রহকে পুনরায় সাক্ষ্যরূপে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে করে মানবজাতি যখন এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হতে দেখবে তখন যেন তাদের এ সন্দেহ না থাকে, যে রসূলের কাছে এ অদৃশ্য বিষয় উন্মোচন করা হয়েছে তাঁকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত আল্লাহ্ মৃত্যুর পরের জীবনের বিষয়াদিও নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন।

বলা হয়েছে, "যারা বীজ ছিটায় তাদের কসম.....।" এখন বাহ্যিকভাবে আক্ষরিক অর্থেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা আজকাল বাস্তবেই উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বীজ ছিটানো হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় বোঝা বয়ে নিয়ে জাহাজ উড়তে থাকে এবং এসব বোঝা সত্ত্বেও দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। এসব জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন বিজয়ী জাতিকে এবং পরাজিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত জাতিকেও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদাদি পৌঁছানো হয়ে থাকে। এগুলোকে সাক্ষ্য সাব্যস্ত করে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া গেছে যে তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে পূর্ণ হবে এবং পুরস্কার ও শাস্তির দিন অর্থাৎ সিদ্ধান্তের দিন পৃথিবীতে পার্থিব জাতিসমূহের জন্যও আসবে এবং পরকালে গোটা মানবজাতির জন্যও আসবে।

এরপর এ কথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যারা এ বীজ ছিটায় এবং বোঝা বহন করে তারা ভূপৃষ্ঠে বোঝা বহন করে চলাফেরা করে এমন কোন কিছু নয়, বরং তারা আকাশে উড্ডয়নশীল সত্তা। এ জন্য সেই আকাশকে সাক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, যে আকাশে বিমান চলাচলের পথ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিপাত করলেই উড়োজাহাজের পথের চিহ্ন সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। অতএব এসব বিষয়ের এ উপসংহার টানা হয়েছে, তোমরা পরকালকে অস্বীকার করে বিপথগামিতায় পড়ে গেছ। এসব কথা যা রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন, নাউযুবিল্লাহ্, তা যদি কোন অনুমানকারীর কথা হতো তবে জেনে রাখ অতীতে যারা অনুমাননির্ভর কথা বলেছে তাদের সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এ রসূল (সা:) চিরকালের জন্য জীবিত।

এ বাণী বাগ্মিতা ও উঁচুমানের যুক্তিপ্রমাণপূর্ণ। আকাশ থেকে যারা বীজ ছিটায় তাদের কথা উল্লেখ করার পর এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে তোমাদের রিয্‌কের সব উপায় উপকরণ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু একটি স্বর্গীয় রিয্‌ক রয়েছে যার ভেদ মানুষ বুঝতে পারে না এবং ফিরিশ্‌তাদেরও সেই রিয্‌ক দেয়া হয়ে থাকে। এরপর হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) এর মেহমানদের কথা বলা হয়েছে, যারা ছিলেন ফিরিশ্‌তা। তারা মানুষের রূপে তাঁর (আ:) কাছে এসেছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) যখন তাঁদের সামনে মানুষের জীবন রক্ষাকারী সর্বোত্তম রিয্‌ক রাখলেন তখন তাঁরা তা খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। কেননা যে রিয্‌ক তাদের দান করা হয় তা ভিন্ন ধরনের। হযরত ইব্‌রাহীম (আ:) এর কথা উল্লেখ করার পর অতীতের আরো অনেক নবীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এ সূরায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যেখানে আকাশ যে সবসময় বিস্তৃত হয়ে চলেছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করছে। রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর যুগে এ সম্পর্কে কোন মানুষের এতটুকু ধারণাও ছিল না। বর্তমান যুগে জ্যোতির্বিদগণ এ সত্য তুলে ধরেছেন, আকাশ সবসময় বিস্তৃতি লাভ করছে, যা অবশেষে এক শেষ সীমায় পৌঁছার পর আবার এক কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসবে।

রিয্‌কের বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সব মানুষ ও ফিরিশ্‌তা কোন না কোন ধরনের রিয্‌কের মুখাপেক্ষী। কেবল এক সত্তাই আছেন, যিনি রিয্‌কের মুখাপেক্ষী নন। তা হলো আল্লাহ্‌র সত্তা, যিনি সব কিছুর রিয্‌কদাতা। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)]

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اِحْدٰى سِتُّوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثَةُ رُكُوْعَاتٍ

সূরা আয্ যারিয়াত-৫১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৬১ আয়াত এবং ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ②

★ ২। যারা ব্যাপকভাবে ছিটায়[২৮২৩] তাদের কসম[২৮২৩-ক]।

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ③

★ ৩। এরপর ভারী বোঝা বহনকারীদের (কসম),

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ④

★ ৪। এরপর স্বাচ্ছন্দ্যে চলমানদের (কসম),

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ⑤

★ ৫। এরপর কর্তৃত্ব বন্টনকারীদের[২৮২৪] (কসম)।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ⑥

৬। যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিশ্চয় [খ]সত্য।

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ⑦

৭। আর বিচার দিবসের (আগমন) অবশ্যম্ভাবী।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑧

৮। বহু পথবিশিষ্ট[২৮২৫] আকাশের কসম।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১, খ. ৫২ঃ৮।

২৮২৩। দেখুন টীকা ২৪৬৫।

২৮২৩-ক। এই আয়াত ও পরবর্তী তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যা একত্রে ২৮২৪ টীকায় দেখুন।

২৮২৪। প্রাকৃতিক জগতের ঘটমান আশ্চর্য দৃশ্যপট বর্ণনা করে এই চারটি আয়াত (২-৫) আমাদের দৃষ্টিকে অনুরূপ সমান্তরাল আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটের দিকে আকর্ষণ করেছে। এই সাদৃশ্য খুবই চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী। 'আয্ যারিয়াত'(চতুর্দিকে বিস্তারকারীরা)'আল্ হামিলাত' (বহনকারীরা), 'আয্ যারিয়াত' (হালকা অবস্থায় মৃদু গতিতে চলমানগণ) ও আল্ মুকাস্সিমাত (বণ্টকারীরা) এই চারটি শব্দ যদি পার্থিব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি আরোপ করা হয় তাহলে সবটা মিলে অর্থ দাঁড়াবে, সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্পকে বায়ু দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দেয় এবং জলবিন্দুভরা মেঘগুচ্ছকে বহন করে একত্রে জমা করে, অতঃপর মৃদুমন্দ শান্তভাব ধারণ করে বৃষ্টি-বর্ষণ করে, যার ফলে শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত পোড়া জমি ফুলে-ফলে শোভিত, শস্য-শ্যামল, হাস্য-ঝলমল বাগান-ভূমিতে পরিণত হয়। এই উপমার সঙ্গে সমান্তরাল সামঞ্জস্য রেখে আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্লেষণ করলে উপর্যুক্ত চারটি শব্দের সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায়ঃ এই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা জারীকৃত আধ্যাত্মিক প্রস্রবণের পানি আকণ্ঠ পান করে যে মুমিনগণ কুরআনের সুন্দর ও সঞ্জীবনী শিক্ষামালায় ভূষিত হয়েছিলেন তাঁরা আরব ভূখণ্ডের কোণায় কোণায় এবং পরবর্তীতে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ মহান আশিসবাণী বহন করে ঐ সকল লোকদেরকে আলোকিত ও সঞ্জীবিত করেছিলেন, যারা বহু-ঈশ্বরবাদ, নীতিহীনতা, কুসংস্কার ও চারিত্রিক হীনমন্যতার চরম অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল। এই কাজে তারা তরবারী ব্যবহার করেননি বরং প্রেম-ভালবাসা ও সেবা-শান্তিকে ব্যবহার করেছিলেন, যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরদূরান্তে বহন করে তৃষিত শুষ্ক মাটিতে জলসিঞ্চন করে শস্য-শ্যামল করে তোলে।

২৮২৫। "পথ-বিশিষ্ট আকাশ" বলতে গ্রহের, ধূমকেতুর ও তারকারাজির কক্ষপথগুলোকে বুঝিয়েছে। মহাকাশের নীচে এই গ্রহ-তারকারগুলো তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসমান থেকে তাদের নির্ধারিত কাজ নিয়মিত, সময়মত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করে চলেছে। পরস্পরের কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু একের কর্মক্ষেত্রে অপরে প্রবেশ করে না। সব কিছু মিলিয়ে গতি ও গঠনকাঠামোর এক সামঞ্জস্যময় অপরূপ সমন্বয়! মহাকাশে যে গ্রহ-তারকার এত সব নির্ধারিত কক্ষপথ রয়েছে তা কুরআনই প্রথম আবিষ্কার করে পৃথিবীকে ঐ সময় জানিয়েছিল যখন মানুষ মনে করতো যে আকাশ হচ্ছে ঘনত্বসম্পন্ন কঠিন পদার্থ বিশেষ।

★ ৯। নিশ্চয় তোমরা বিভিন্ন মত[২৮২৬] পোষণ করে থাক। إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ⑨

★ ১০। কেবল দূরে সরিয়ে দেয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই[২৮২৭] (প্রতিশ্রুত সত্য) থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ⑩

★ ১১। অনুমানকারীদের ওপর অভিসম্পাত, قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ⑪

★ ১২। যারা উদাসীনতায় গভীরভাবে নিমজ্জিত[২৮২৮]। الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑫

১৩। তারা জিজ্ঞেস করে, [ক.]'বিচার দিবস কবে আসবে?' يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ⑬

১৪। (তুমি বল,) 'যেদিন আগুনে তাদের পোড়ানো হবে।' يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑭

★ ১৫। 'তোমাদের দুষ্কর্মের (ফল) ভোগ কর। [খ.]এ হলো তা-ই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছিলে।' ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ⑮

১৬। নিশ্চয় মুত্তাকীরা [গ.]বাগান ও ঝরণার পরিবেশে থাকবে। إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ⑯

১৭। তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের যা দান করবেন তারা তা নিতে থাকবে। নিশ্চয় এর পূর্বে তারা অতি সৎকর্মপরায়ণ ছিল[২৮২৯]। آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ⑰

১৮। তারা রাতে [ঘ.]অল্পই ঘুমাতো। كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ⑱

১৯। আর তারা প্রভাতেও [ঙ.]ক্ষমা প্রার্থনা করতো। وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ⑲

দেখুন ঃ ক. ৭ঃ১৮৮;৭৯ঃ৪৩, খ. ২৬ঃ২০৫;২৭ঃ৭২-৭৩;২৯ঃ৫৪,৫৫, গ. ১৫ঃ৪৮;৫২ঃ১৮;৬৮ঃ৩৫;৭৭ঃ৪২;৭৮ঃ৩২, ঘ. ৩২ঃ১৭, ঙ. ৩ঃ১৮।

২৮২৬। পূর্ববর্তী আয়াতটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যে সত্য কুরআনের মাধ্যমে বিশ্বে সর্বপ্রথম প্রকাশ পেল তাতেই বুঝতে পারা যায়, কুরআন আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ বাণী। আরো বুঝতে পারা যায়, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। তথাপি বস্তুবাদী দার্শনিকেরা কষ্ট-কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করে নড়বড়ে ভিত্তির অনুমান ও সন্দেহময় সিদ্ধান্তের অন্ধকারে নাকানি-চুবানি খেতে থাকে। তবু তারা আল্লাহ্ ও তাঁর পবিত্র রসূলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না।

২৮২৭। এই শব্দগুলোর অর্থ এও হতে পারে- 'যে নিজে নিজেই দূরে সরে যায়।'

২৮২৮। 'গামরাহ' মানে গভীর অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সর্বগ্রাসী উদাসীনতা, মন্দ বস্তু লাভের জন্য অদম্য অধ্যবসায় (লেইন)।

২৮২৯। যিনি আল্লাহ্র প্রতি ও মানুষের প্রতি কর্তব্যকে পূর্ণমাত্রায় পালন করেন তিনি 'মুত্তাকী', আর 'মুহসিন' হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পরোপকারে ব্যস্ত থাকেন। পরহিতৈষী অপরের কাছ থেকে যতটুকু উপকার পান তার চাইতে বেশি অপরকে দিয়ে থাকেন, এমনভাবে চলেন ও কাজ করেন যেন তিনি স্বচক্ষে আল্লাহ্কে দেখছেন, অন্যথায় সর্বদা অন্তত সচেতন থাকেন যে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দেখছেন। অতএব 'মুহসীন' আত্মিক মর্যাদার দিক দিয়ে 'মুত্তাকী' থেকে উচ্চতর পর্যায়ের।

★ ২০। আর তাদের ধনসম্পদের একটি [ক]অংশে ভিক্ষুক ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে[২৮৩০]।

وَفِيٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

২১। আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

২২। আর তোমাদের নিজেদের মাঝেও (নিদর্শনাবলী রয়েছে)। তবুও কি তোমরা দেখ না?

وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২৩। আর আকাশে তোমাদের [খ]রিয্‌ক রয়েছে এবং তাও (রয়েছে)[২৮৩১] যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হয়েছে।

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

২৪। আর আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালকের কসম! এ (কুরআন) নিশ্চয় সেভাবে সত্য যেভাবে তোমরা কথা বল[২৮৩২]।

১ [২৪] ১৮

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ ع ١٨

২৫। তোমার কাছে কি ইব্‌রাহীমের সম্মানিত [গ]অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

২৬। তারা যখন তার কাছে এল তারা বললো, [ঘ]'সালাম' (অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক)! সেও বললো, 'সালাম!' (আর সে মনে মনে বললো,) '(এরা তো) অপরিচিত লোক[২৮৩৩]।'

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৭। আর সে তাড়াতাড়ি তার পরিবারের কাছে গেল এবং [ঙ]একটি মোটাতাজা (ভুনা) বাছুর নিয়ে এল।

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

দেখুন ঃ ক.৭০ঃ২৫-২৬ খ.৪০ঃ১৪, ৪৫ঃ৬ গ. ১১ঃ৭০-৭১, ১৫ঃ৫২ ঘ.১১ঃ৭০ ঙ. ১১ঃ৭০

২৮৩০। ইসলামে স্বীকৃত অধিকার অনুযায়ী ধনী মুসলিমের সম্পদে ঐ সকল মুসলিমের প্রাপ্য অংশতো রয়েছেই যারা তাদের অভাব-অনটন প্রকাশ করতে পারে, উপরন্তু তাদেরও প্রাপ্য অংশ রয়েছে যারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে পারে না। অতএব একজন মুসলিমের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি হচ্ছে গচ্ছিত মাল যা থেকে গরীবেরা উপকার পাওয়ার অধিকারী। ফলত কোন ধনী ব্যক্তি যদি কোন গরীব ভাইকে সাহায্য করে তখন সে তার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করে না, বরং কর্তব্য সম্পাদন করে মাত্র। কেননা সে তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দান করে। 'আল্ মাহরূম' শব্দটি একমাত্র ঐ সকল গরীবদেরকেই বুঝায় না যারা লজ্জা বা সম্মানের খাতিরে হাত পাততে পারে না (২ঃ২৭৪), বরং বৃহত্তর পরিসরে বাক্‌শক্তিহীন জীব-জন্তুকেও বুঝায়। 'মাহরূম' শব্দটা এখানে ঐরূপ ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে, যে শারীরিক অসামর্থ্য বা অন্য কোন কারণবশত উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

২৮৩১। মু'মিনদের বিজয় ও ধন-সম্পদ লাভের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা উভয়ই এই প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত।

২৮৩২। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদেরকে বিজয় ও ধন-সম্পদসহ রিয্‌ক দানের যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা মহানবী (সাঃ) এর কোন কল্পনা-বিলাস নয়, বরং তা দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুতি এবং এমনই সুস্পষ্ট সত্য যে তোমাদের কথা বলার মতই সত্য। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে 'কুরআন নিঃসন্দেহে খোদার এমনি মুখনিঃসৃত কথা যেমন তোমার মুখ থেকে কথা নিঃসৃত হচ্ছে।

২৮৩৩। ১১ঃ৭০-৭১ দেখুন।

فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيۡهِمۡ قَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮। এরপর সে তা তাদের সামনে রাখলো (এবং) জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি খাবে না?'

فَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ ؕ وَبَشَّرُوۡهُ بِغُلٰمٍ عَلِيۡمٍ ﴿۲۹﴾

★ ২৯। [ক]সে তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। [খ]তারা বললো, 'ভয় পেও না'। আর তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্রের (জন্মের) সুসংবাদ দিল[২৮৩৪]।

فَاَقۡبَلَتِ امۡرَاَتُهٗ فِىۡ صَرَّةٍ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوۡزٌ عَقِيۡمٌ ﴿۳۰﴾

৩০। এতে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে[২৮৩৫] এগিয়ে এল এবং নিজ গাল চাপড়ে বললো, '(আমি) এক বন্ধ্যা বুড়ি।'

قَالُوۡا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۳۱﴾

৩১। তারা বললো, 'এভাবেই (হবে বলে) তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলেছেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।'

قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ اَيُّهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۳۲﴾

২৭তম পারা

৩২। সে (অর্থাৎ ইব্‌রাহীম) বললো, [গ]'হে বার্তাবাহকরা! তোমাদের (আসল) উদ্দেশ্য কী?'

قَالُوۡۤا اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰى قَوۡمٍ مُّجۡرِمِيۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৩। তারা বললো, 'নিশ্চয় এক [ঘ]অপরাধী জাতির কাছে আমাদের পাঠানো হয়েছে

لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ طِيۡنٍ ﴿۳۴﴾

৩৪। যেন আমরা তাদের ওপর [ঙ]মাটি থেকে (সৃষ্ট) কাঁকর বর্ষণ করি,

مُّسَوَّمَةً عِنۡدَ رَبِّكَ لِلۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫। [চ]যেগুলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সীমালংঘনকারীদের (শাস্তির) জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।'

فَاَخۡرَجۡنَا مَنۡ كَانَ فِيۡهَا مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। এরপর আমরা সেখান থেকে মু'মিনদের বের করে আনলাম।

فَمَا وَجَدۡنَا فِيۡهَا غَيۡرَ بَيۡتٍ مِّنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর (আমার প্রতি) আত্মসমর্পণকারীদের মাত্র একটি ঘরই আমরা সেখানে পেলাম।

وَتَرَكۡنَا فِيۡهَاۤ اٰيَةً لِّلَّذِيۡنَ يَخَافُوۡنَ الۡعَذَابَ الۡاَلِيۡمَ ﴿۳۸﴾

৩৮। আর [ছ]যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে আমরা তাদের জন্য এ (জনপদে শিক্ষণীয়) এক বড় নিদর্শন রেখে দিলাম।

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৭১, ১৫ঃ৭৩ খ. ১১ঃ৭১,৭২, ১৫ঃ৫৪ গ. ১৫ঃ৫৭ ঘ. ১৫ঃ৫৮ ঙ. ১১ঃ৮৩ চ. ১১ঃ৮৪ ছ. ১৫ঃ৭৬, ২৯ঃ৩৬।

২৮৩৪। এই আয়াতে এবং ১৫ঃ৫৪ আয়াতে 'প্রতিশ্রুত পুত্র'কে 'জ্ঞানবান পুত্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ৩৭ঃ১০২ আয়াতের প্রতিশ্রুত পুত্রকে 'ধৈর্যশীল' পুত্র বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত জ্ঞানী পুত্র হলেন হযরত ইস্‌হাক (আঃ) এবং শেষোক্ত ধৈর্যশীল পুত্র হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।

২৮৩৫। 'সাররা' অর্থ উচ্চস্বরে চীৎকার, শোকের আতিশয্য, দুশ্চিন্তার একশেষ, ঘৃণা-লজ্জা বা অপছন্দের কারণে মুখমণ্ডলের সঙ্কোচন, বিকৃতি বা পাণ্ডু-বর্ণ ধারণ, সংজ্ঞাহীন হওয়া।

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। আর মূসার (ঘটনার) মাঝেও (এরূপ নিদর্শনই ছিল) যখন আমরা তাকে এক অকাট্য যুক্তিপ্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٤٠﴾

★ ৪০। সে (অর্থাৎ ফেরাউন) তার প্রধানদের[২৮৩৬] নিয়ে ফিরে গেল এবং বললো, '(সে তো) এক যাদুকর বা এক পাগল।'

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤١﴾

৪১। ক.তখন আমরা তাকে এবং তার সেনাবাহিনীকে (শক্ত হাতে) ধরে ফেললাম এবং সমুদ্রে তাদের ছুঁড়ে মারলাম। আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য।

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤٢﴾

৪২। আর 'আদ' (জাতির সেই ঘটনার) মাঝেও এক (নিদর্শন ছিল) যখন আমরা তাদের ওপর এক সর্বনাশা খ.বায়ু পাঠিয়েছিলাম।

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٣﴾

৪৩। গ.এ (বায়ু) যার ওপর দিয়ে বয়ে যেত তাকে পচাগলা বস্তুতে পরিণত করেই ছাড়তো।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। আর 'সামূদ' জাতির (সেই ঘটনার) মাঝেও (এক নিদর্শন ছিল) যখন তাদের বলা হয়েছিল, 'এক মেয়াদ পর্যন্ত ভোগ করে নাও।'

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫। কিন্তু তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। সুতরাং বজ্রাঘাতের (শাস্তি) তাদের ধরে ফেললো এবং ঘ.তারা চেয়েই থাকলো।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬। তখন তাদের উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি রইলো না এবং প্রতিশোধ নেয়ারও ক্ষমতা তাদের ছিল না।

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٧﴾ ع ২ [২৩] ১

৪৭। আর এর পূর্বে নূহের জাতিকেও (আমরা ধ্বংস করেছিলাম)। নিশ্চয় তারা ছিল এক দুস্কৃতকারী জাতি।

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٨﴾

★ ৪৮। আর আমরা এক (বিশেষ) ক্ষমতাবলে[২৮৩৭] আকাশ বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি[২৮৩৭-ক]।★

দেখুন ঃ ক. ১০ঃ৯১, ২৮ঃ৪১ খ. ৪৬ঃ২৫ গ. ৪৬ঃ২৬ ঘ. ১১ঃ৬৮

২৮৩৬। 'রুক্‌ন' অর্থ যার সাহায্যে দাঁড়ানো যায়, শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিরোধ, মানুষের আত্মীয়-স্বজন বা গোত্র, তার স্বদল, যে সব লোকের দ্বারা মানুষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ মর্যাদার লোক (লেইন)।

২৮৩৭। 'ইয়াদুন' মানে ঃ (১) অনুগ্রহ, (২) ক্ষমতা, সম্মান, (৩) সংরক্ষণ, (৪) ধন, (৫) বাহু ইত্যাদি (আকরাব)। অতএব আয়াতের বাক্যাংশটির অর্থ দাঁড়ায় "আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা এই আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছি" বা "আমরা আকাশসমূহকে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রকাশকরূপে তৈরি করেছি; অর্থাৎ আকাশসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে ঐশী গুণাবলীর (যথা, আল্লাহ্‌র জ্যোতি, অসামান্য শক্তি-সামর্থ্য ও মহিমার) প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৮৩৭-ক। 'মূসেউন' অর্থ হতে পারে "আমরা সম্প্রসারিত করতে থাকবো"।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪৯। [ক]আর আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃতি দান করেছি। অতএব আমরা কতই উত্তম বিছানা প্রস্তুতকারী!

وَالْأَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আর সবকিছু থেকে আমরা [খ]জোড়া[২৮৩৮] সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হও। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫২। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য দাঁড় করাবে না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۗ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। এদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যত রসূলই এসেছিল তারাও এমনটিই বলেছিল, 'এ এক যাদুকর বা পাগল'।

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٣﴾

৫৪। এরা কি একে অপরকে এই একই উপদেশ[২৮৩৯] দেয়? বরং এরা এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব তুমি এদের উপেক্ষা কর। আর (এদের জন্য) তোমাকে দোষারোপ করা হবে না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٥﴾

★ ৫৬। আর তুমি উপদেশ দিতে থাক। নিশ্চয় উপদেশ মু'মিনদের কল্যাণ সাধন করে।

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের[২৮৪০] উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।★

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾

দেখুন ঃ ক. ২ঃ২৩, ২০ঃ৫৪, ৭৮ঃ৭ খ. ১৩ঃ৪, ৩৬ঃ৩৭।

★[এ আয়াতে 'বি আয়াদিন' শব্দটি এ দিকে ইঙ্গিত করছে, আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশ বানাতে গিয়ে এতে অগণিত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং সাথে সাথেই এ কথাও বলেছেন, 'একে সম্প্রসারিত করে চলেছি'। 'আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি'–আয়াতের এ অংশটি এক মহা স্বাতন্ত্র্যসূচক উক্তি। আরবের এক নিরক্ষর নবীর নিজের পক্ষ থেকে এ উক্তি করা কখনো সম্ভব ছিল না। এ বিশ্বজগত যে প্রতি মুহূর্তে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে তা বিজ্ঞানীরা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান করে এখন জেনেছেন। মহানবী (সা:) এর যুগে তো সবাই মনে করতো এটি এক জড় ও স্থির বিশ্বজগৎ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৮৩৮। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বস্তুরই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, কেবল জীব-জগতেই নয় বরং উদ্ভিদ জগতেও। এমনকি বস্তু-জগতেও জোড়া রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও জোড়া আছে। এমনকি আকাশ-পৃথিবীও একটি জোড়া।

২৮৩৯। প্রত্যেক যুগের সংস্কারকগণের প্রতি বিরুদ্ধাচারণকারীরা এমন সব অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেছে যে আপত্তিগুলোর অভিন্ন রূপ দেখে মনে হয়, পূর্বের যুগের বিরুদ্ধাচারীরা যেন এগুলো পরবর্তীযুগের বিরুদ্ধাচারীদের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে গিয়েছিল যাতে বার বার একই ধরনের আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে।

২৮৪০। 'ইবাদত' শব্দটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। এর অর্থঃ আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশিত পথের পূর্ণ অনুসরণে বান্দার নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে নিজেকে এমনভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা যাতে আল্লাহ্‌ তাআলার গুণাবলীর ছবি নিজের ভিতর মোহরাঙ্কিত হয়ে নিজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের আসল ব্রত ও উদ্দেশ্য এটাই। আল্লাহ্‌র ইবাদত বলতে সত্যিকার অর্থে এটাই বুঝায়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ যত গুণাবলী আমরা দেখতে পাই, এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম হলো ঐ গুণ যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার দিকে ধাবিত করে এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের প্রেরণা যোগায়।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٨﴾

৫৮। [ক]আমি তাদের কাছে কোন রিয্‌ক চাই না এবং তারা আমাকে খেতে দিক[২৮৪১] এও চাই না।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٩﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই মহা রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী (ও) ক্ষমতাধর।

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٦٠﴾

★ ৬০। যারা অন্যায় করেছে তাদের পরিণতি[২৮৪২] নিশ্চয় তাদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের) অনুরূপ হবে। অতএব তারা যেন আমার কাছে (শাস্তি) চাইতে তাড়াহুড়ো না করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৩ [১৪] ২ ৬১। [খ]সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে তাদের জন্য সেদিন দুর্ভোগ থাকবে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ১৫, ২০ঃ১৩৩ খ. ১৪ঃ৩, ১৯ঃ৩৮, ৩৮ঃ২৮।

★[এ আয়াতে জিন ও ইনসান বলতে বড় লোক ও সাধারণ লোক এবং বড় জাতি ও সাধারণ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইবাদত করাই উভয়ের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সমাজে জিন সম্পর্কে যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে তা গ্রহণ করা হলে তাদেরও তো (অর্থাৎ তথাকথিত জিনদেরও) ইবাদতের প্রতিদান পাওয়া উচিত। অর্থাৎ তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার সুসংবাদ দেয়া উচিত। কিন্তু জিনদের জান্নাতে যাওয়ার কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৮৪১। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী অতিশয় ধৈর্য সহকারে নিজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হতে থাকে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার কোন উপকার হয় না, এমনকি অন্য কারো উপকার হয় না, বরং তার নিজেরই লাভ হয়। কেননা এই পথেই তার জীবনের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়ে থাকে।

২৮৪২। 'যান্‌ব' অর্থঃ- ভাগ্য, অদৃষ্ট, অংশ, পরিণতি, দীর্ঘ দুর্দিন (লেইন)।